রশীদ জামীল

মুনকিরিনে হাদিস এবং

শয়তানের শবগুজারি

মুনকিরিনে হাদিস এবং

শয়তানের শবগুজারি

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪

© : লেখক

মূল্য : ৳ ৪৫০, US $ 20, UK £ 17

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-98081-2-1

Shaitaner Shabguzari
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

আমার হাদিসের উস্তাদ

প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা নেজাম উদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ, হাফিজ মাওলানা আতিকুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুশ শুকুর রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুস সুবহান হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা মুফতি শফীকুর রহমান হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা মুফতি শামিম মুহাম্মাদ হাফিজাহুল্লাহ।

আমি আমার যেসকল উস্তাদকে হাদিসের দারসে মিস করছিলাম

মাওলানা মর্তুজা হোসাইন (কুলাউড়ি) রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা জয়নাল আবেদিন (মৌলভিবাজারি) হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুস সালাম (জুড়ি) হাফিজাহুল্লাহ, হাফিজ মাওলানা গউস উদ্দিন (তেতলি) রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রহমান (মনুর হুজুর) হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা রফিকুল হক (থুবাঙ্গি) হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল খালিক (জকিগঞ্জি) হাফিজাহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রহমান (মোগলাবাজারি) হাফিজাহুল্লাহ, হাফিজ মাওলানা সালেহ আহমদ (বালাগঞ্জি) হাফিজাহুল্লাহ।

এবং যাদেরকে উস্তাদ হিশাবে দেখতাম

মাওলানা মুফতি সিদ্দিক আহমদ চিশতি, মাওলানা আশিকুল ইসলাম সালেহপুরি, মাওলানা আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জি, মাওলানা উবায়দুর রহমান সুবিদবাজারি।

কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, দুই জীবনে কামিয়াবির জন্য কী করতে হবে, আমি তখন বলি, 'মা-বাবা এবং উস্তাদ' দুই শ্রেণির অসন্তোষ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যদি জিজ্ঞেস করে, কোন পাপটি জীবনে করোনি? বলব, 'আমি আমার মা-বাবা এবং কোনো উস্তাদের সাথে কোনোদিন বেয়াদবি করিনি।' এই জীবনে এর চেয়ে তৃপ্তি নিয়ে বলার মতো আর কী হতে পারে!

বিষয়সূচি

অনুমিকা	৯
সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ অথবা দায়মুক্তি	১০
মিশন খান্নাস	১১
মিশন খান্নাস : আত্মরক্ষার ফরমুলা	১৭
ইমানদারির সাথে বেইমানি	২১
ওরা কারা	২৪
ওহির দরকার হবে কেন	২৭
ওহি কার কাছে আসে	৩১
কুরআন হলো ওহি : ওহি মানে কী	৩৪
ওহি কীভাবে আসত	৩৭
বিশ্বাসের অনুক্রম : নবি আগে না সাহাবি আগে	৪২
জনে জনে প্রয়োজনে	৪৬
ফাহমে কুরআন : তাফহিমে কুরআন	৪৮
ওহিয়ে গায়রে মাতলু : হাদিস যেভাবে আল্লাহর ওহি	৫৬
কিতাব ও রিজাল	৬৭
আহলে কুরআন ফিরকা	৭৩
কুরআনের অপব্যাখ্যা	৭৮
কুরআন পরিপূর্ণ কিতাব : তবে কেন হাদিসের দরকার হবে	৮১
'কুরআন স্বয়ংসম্পূর্ণ' মানে কী	৮৬
সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে	৯০
ফায়সালার অধিকার : আল্লাহর না রাসুলের	৯৩
হালাল এবং হারাম নির্ধারণের অধিকার	৯৭
হাদিস মানতে হবে কেন	৯৯
হাদিস না মানলে সমস্যা কী	১০২
হাদিস না মেনে উপায় আছে	১০৮

আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে হাদিস মানতে হবে ১১১
রাসুলকে অনুসরণ করতে হবে কেন ১১৪
কুরআনে প্রশ্ন হাদিস শরিফে যার জবাব ১১৯
চলুন তাদের অজু করাই ১২৫
এবং তাদের গাঁজার নৌকা ১৩২
নামাজে হাদিস পড়া ১৩৫
এক রাকআত নামাজ : ৫০টি প্রশ্ন ১৩৯
আহলে কুরআনের নামাজ ১৪২
কুরআনে কারিমে আল্লাহর নির্দেশ : যে ব্যাখ্যাগুলোর জন্য হাদিস লাগবেই ১৪৫
র‍্যাপিড ফায়ার : তিন লাইনে প্রশ্ন, এক লাইনেই জবাব ১৪৮
কুরআনে কারিমে হাদিস শব্দের ব্যবহার ১৫২
মাদইয়ান টু মিসর : আ জার্নি অব ডেজার্ট ১৭৬
মুসা ও খাজির ১৮৫
মুনকিরিনে হাদিস : নবিজির ভবিষ্যদ্‌বাণী ১৯০
যুক্তির দাঁত ও দাঁতভাঙা ১৯৩
সাপ গর্তে যায় সোজা হয়ে ২২০
আরশের ছায়ায়, নবিজির মায়ায় ২২৩
পরিশিষ্ট : বানান নিয়ে নানান কথা ২২৬
বানানের জানান ২৩১

অনুমিকা

আমাদের আলোচনায়
আহলে কুরআন মানে মুনকিরে হাদিস
মুনকিরে হাদিস মানে মুনকিরে কুরআন
সুতরাং আহলে কুরআন মানে মুনকিরে কুরআন

ফিতনাতুন আজিম, মিনাশ শাইতানির রাজিম

বইটি আহলে কুরআন বা মুনকিরিনে হাদিসের বিপক্ষে নয়
কুরআন-হাদিস মেনে চলা মুসলমানের পক্ষে
এই বই উম্মতকে নবির সাথে জুড়ে রাখার
বাঁচা এবং বাঁচানোর।

শুকরিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার—যিনি তাওফিকদাতা। দুরুদ ও সালাম নবিজির উপর—যিনি মহাবিপদের বন্ধু। কৃতজ্ঞতা হাফিজ মাওলানা নুমান আহমদকে। এই মানুষটি আমার লেখালেখিতে বরাবরই কাছে থাকেন। তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেন। বিশেষত; আরবি রেফারেন্সগুলো মূল কিতাবের পৃষ্ঠা নাম্বারের সাথে মিলিয়ে দেখার কাজটি আগ্রহ নিয়েই করেন। আল্লাহ উনকো খোশ রাকহে।

রশীদ জামীল
নিউইয়র্ক, শনিবার, ডিসেম্বর ২৩, ২০২৩
rjsylbd@gmail.com

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ অথবা দায়মুক্তি

বইয়ের বানান-সংক্রান্ত যাবতীয় ত্রুটি ও কমজুরি লেখকের। বইটিতে লেখকের নিজস্ব বানানরীতি ফলো করা হয়েছে। সংগত কারণেই বানান-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকাশকের কোনো দায় নেই।

যেহেতু এই বই 'জালিকাল কিতাব' নয়, সুতরাং জানান এবং বানানে 'লা-রাইবা ফিহ' হয়ে যাবে—এই আশা সম্ভবত পাঠকও করেন না।

বইয়ের শেষ দিকে অনুসৃত বানানরীতির একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক চাইলে শেষটা আগে পড়ে নিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত শুভ কামনা।

—লেখক।

পুনশ্চ : কাজটি আহাফি-২ বইয়েও করা হয়েছে; বানান-ব্যাখ্যা আকারে কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে দেওয়ার কাজটি এখানেও করা হলো। জরুরি তো না যে, পাঠক ওই বই পড়ে এসে তার পর এটা পড়ছেন। সুতরাং বানান-ব্যাখ্যা বলি আর কৈফিয়তই বলি—এখানেও থাকা দরকার।

মিশন খান্নাস

শয়তান একটু পেরেশান। মানুষকে নিয়ে বড়বেশি ঝামেলায় আছে সে। মানুষ আল্লাহর বিধান পালন করে নবির তরিকায়। জীবন চালায় সুন্নতের অনুসরণে। কোনো কথা হলো! এমন করলে তো জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া মুশকিল! অথচ, আল্লাহকে সে চ্যালেঞ্জ করে এসেছে। তার লক্ষ বছরের ইবাদত এই মানবজাতির কারণেই নষ্ট হয়েছিল।

ছয় লক্ষ বছর ধরে করছিল সে উপাসনা
সবকিছু তার ঠিকই ছিল নিয়ত শুধু ঠিক ছিল না,
আল্লাহ বলেন দূর হয়ে যা গলায় নিয়ে পাপের দড়ি-
অভিশাপে দগ্ধ হবি আর কখনো পার পাবি না।

আল্লাহপাক আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন। নগণ্য কিছু দ্বারা সৃষ্টি করে অনন্য বানালেন। ঘোষণা করলেন 'আশরাফুল মাখলুকাত'। আমরা হয়ে উঠলাম পৃথিবীর সেরা সৃষ্টি। অতঃপর আমরা?

শ্রেষ্ঠ জাতির তকমা পেয়ে চলছি মোরা যেমন খুশি-
দুর্বলকে সামনে পেলে নাক বরাবর মারছি ঘুসি,
বোধগুলো সব হারিয়ে গেছে কেমন করে কেউ জানে না-
পারস্পরিক সম্প্রীতিটা হারিয়ে এখন হিংসা পুষি।

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে হোক আর প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে গিয়ে; আজ যারা কুরআনকে বানাচ্ছে অ্যাক্সপেরিমেন্টের বস্তু, নবিজির হাদিসকে শুধু অস্বীকারই করছে না, রীতিমতো ঠাট্টা-বিদ্রূপও করা হচ্ছে, সেদিন তাদের কী হবে—

ধ্বংস হবে তামাম জগৎ, মানুষ পশু গাছগাছালি
সেদিন এরা বলবে ওরে শয়তান আমায় ক্যান নাচালি?
আসবে জবাব মূর্খ মানব আমাকে আজ বকছো কেন-
আমি কোনো জোর করিনি, ইচ্ছা ছিল তাই জড়ালি।

নির্ঘুম রাত কাটে তার। বনি আদমের আগে-পিছে-ডানে-বামে; চতুর্দিক থেকে এসে

আক্রমণ করবে। সবাইকে তার জাহান্নামের সঙ্গী বানাবে—এমনটাই ছিল আল্লাহর সাথে তার চ্যালেঞ্জ। মুসলমানদের নিয়ে হয়েছে যত সমস্যা। এদেরকে কোনো দিক দিয়েই সাইজ করা যাচ্ছে না। সামনের দিকে গেলে দেখা যায় কুরআনের সেইফগার্ড। ডান দিকে আগালে হাদিসের প্রটেকশন। বাম দিকে থাকে ইজমায়ে উম্মতের দেয়াল। বাকি থাকে পেছন দিক। সমস্যা হলো, সেদিকেও তারা কিয়াসে শরয়ির রেখা টেনে রাখে। কাবুটা তাহলে করবে কেমন করে?

রাতের পর রাত ঘুমহীন বেচারা!

কার কাছে যাওয়া যায়?

কী করা যায়?

পরামর্শের জন্য ডাকল সে খান্নাসকে। খান্নাস হলো তার আপন খালাতো ভাই! খালাতো ভাইয়ের পারফরমেন্স দেখে মাঝেমধ্যে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়! কী সিস্টেম করেই-না মানুষকে সে সাইজ করে। শয়তান নিজেও এভাবে পারে না। এত ধৈর্য তার নাই। তার হলো 'ধর তক্তা মার পেরেক' টাইপ কাজ। কিন্তু খান্নাসের কাজ খুবই গোছানো। এই যেমন; কেউ হজ বা উমরাহ করতে গেল। খান্নাস মানুষটির মনের ভেতরে গিয়ে ঢুকবে। নাটবল্টু একটু ঢিলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। তার পর দেখা যাবে; হাজি সাহেব কা'বার চত্বরে হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে ফেইসবুক লাইভে এসে হাসি হাসি চেহারায় পোজ দিচ্ছেন আর সাথে চৌধুরী সফর উল্লাহ জরাফতের মতো কমেন্ট্রিও করছেন, 'আমি এখন তাওয়াফে আছি। সবাই আমার জন্য দুআ করবেন!'

মানুষটি মদিনায় গেছে। দাঁড়িয়েছে রওজাপাকের সামনে। হাজারো নবিপ্রেমিক মুসলমান জিয়ারত করছেন আর চোখের পানি ফেলছেন। উনার চোখে পানি নাই! মুখে দুআ নাই! তিনি তার ফোন নিয়েই ব্যস্ত। তিনি লাইভে আছেন! আত্মীয়স্বজনকে তার জিয়ারত করা দেখাচ্ছেন! এসব দেখে খান্নাস নিজেই তখন মনে মনে বলে, 'ব্যাটা ফাজিলের ফাজিল। আমি বললাম দেখে তুইও করবি? ফাইজলামি করার জন্য তোকে মক্কা-মদিনায় আসতে হবে কেন? নিজের বাড়িতেই করতে পারতি।'

শয়তান বলল, ভাই খান্নাস! আমাকে একটা বুদ্ধি দে।

খান্নাস বলল, উস্তাদ! আমাকে শরম দিচ্ছেন কেন?

—আরে সত্যিই বলছি। তোর পরামর্শ দরকার।

—আপনি হলেন মহান শয়তান। আপনাকে বুদ্ধি দেবো, আমি?

—বেশি কথা বলিস না।

—আচ্ছা বলেন।

—মানুষগুলোকে নিয়ে কী করি বল তো?

—কেন! মানুষের আবার কী হলো?

—এই দেখস না! কত মেহনত করে একেকটাকে আমি লাইনে আনি। একটা মানুষের পেছনে আমার কতটা পরিশ্রম করতে হয়, তা তো তুই জানিসই। জানিস কি না—বল?

—তা তো জানিই।

—কিন্তু এই ব্যাটারা তো পার পেয়ে যাবে।

—কোথায় পার পেয়ে যাবে?

—আরে! তুইও তো দেখছি বোকার মতো প্রশ্ন করতে শুরু করলি!

—বুঝতে পেরেছি। আখেরাতের কথা বলছেন।

—হ্যাঁ।

—কী হয়েছে, খুলে বলেন।

শয়তান বলল, মানুষকে আমি বছরের পর বছর লেগে থেকে গুনাহ করাই। আর তারা এক রাতে, শেষ রাতে উঠে বাতি নিভিয়ে কাঁদে। আল্লাহও দেন মাফ করে। কোনো কথা হলো?

খান্নাস বলল, বিদআত জারি করেন না! তাহলে সওয়াব মনে করে গুনাহ করবে। যে কারণে আর তাওবাও করবে না। তাওবাও নাই, মাফও নাই।

শয়তান বলল, তোর তো দেখি সফটওয়ারই আপগ্রেড করা নেই! আজকাল কোথায় থাকস তুই?

খান্নাস মাথা নিচু করে রইল। শয়তান বলল,

—এই ট্যাকনিক পুরনো হয়ে গেছে। এখন ডিজিটাল যুগ। এনালগ ট্যাকনিক আর কাজ দেবে না। যুগ এখন ইন্টারনেটের। আরও স্মার্টলি কাজ করতে হবে।

—কাজ তো স্মার্টলিই আগাচ্ছে, গুরু। ছেলেপেলেরা আগে শুধু দিনেরবেলা ডেটিং করত। এখন দিনে করে ডেটিং, আর রাতে চ্যাটিং। আগে ছবি দেখতে সিনেমা হলে যেত, এখন প্রত্যেকের পকেটে একটা করে সিনেমা হল। আগে গান শুনত যাত্রা-পালায় গিয়ে, এখন শুনে ব্লুটুথ ডিভাইস কানে লাগিয়ে। আগে দিনে জাগত, রাতে ঘুমাত। এখন দিনে ঘুমায় আর রাতে নারিং-ভিরিং করে শবগুজারি করে। আগে ফুফু-খালা-চাচি,

মামা-খালু ফুপা-আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিত। মাঝেমধ্যে তাঁদের দেখতেও যেত। এখন নেটিজনরাই তার আত্মীয়স্বজন। ভালো না?

শয়তান বলল, তোর বক্তৃতা শেষ হয়েছে?

—সরি।

—আচ্ছা শোন। তুই যা বললি, তা তো ঠিকই আছে, কিন্তু মূল সমস্যা তো এখানে না। মূল সমস্যা অন্য জায়গায়। এই সমস্যারও সমাধান ওই রাতের মাফ চাওয়া-চাওয়ির মধ্যে হয়ে যায়। পোলাপাইন যতই লাইনে-বেলাইনে চলুক, হঠাৎ একদিন ছোটবেলায় মক্তবে গিয়ে পড়া কুরআন শরিফ তার রক্তে নাড়া দেয়। অস্থির লাগে। তখন সেও রাতের জায়নামাজে গিয়ে শান্তি খোঁজে। চুপি চুপি বলে, 'ও আল্লাহ! মাফ করে দাও। আর জীবনেও করব না।' আল্লাহও বলেন, 'আচ্ছা ঠিকাছে। মনে থাকে যেন!'

খান্নাস বলল, আসলেই তো।

শয়তান বলল, হ্যাঁ, এ জন্যই তো বললাম, মূল সমস্যা এটা না। সমস্যা অন্যখানে। ওই যে তুই একটু আগে বললি, মানুষকে সওয়াবের কাজের নামে বিদআত করাতে, তাহলে আর তাওবা করবে না—এটা আমি আগে করতাম। ফায়দাও পেয়েছিলাম। ইদানীং আর কাজ হচ্ছে না।

—কাজ হচ্ছে না কেন, গুরু?

—কারণ, মানুষ এখন এসব ব্যাপারে সচেতন হয়ে গেছে। ইউটিউব খুললেই বিদআত নিয়ে কারও-না-কারও লেকচার পেয়ে যায়।

—তাহলে তো আসলেই সমস্যা হয়ে গেল।

—সমস্যা হয়েছে বলেই তো তোকে ডাকলাম। কী করা যায়, বল তো?

খান্নাস কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল। তার পর বলল, 'পেয়েছি উস্তাদ। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। যেখানে সমাধান, আক্রমণটা সেখানেই করতে হবে। সমাধানের ভেতরেই সমস্যা তৈরি করে দিতে হবে, ব্যস।'

শয়তান বলল, গৌরচন্দ্রিকা রেখে খুলে বল।

—গৌরচন্দ্রিকা কী, বস?

—গৌরচন্দ্রিকা মানে ভণিতা।

—ভণিতাও তো ঠিক বুঝলাম না।

—তোর না বুঝলেও চলবে। উপায় কী খুঁজে পেয়েছিস—সেটা বল।

খান্নাস বলল, অনলাইনকে টার্গেট করতে হবে। আজকাল মানুষ আর কিতাব পড়ে না। অনলাইনই তাদের পাঠশালা। এখানে যা পায়—গ্রাস করে নেয়। মালের কোয়ালিটি কেমন, অ্যাক্সপেয়ার ডেইট রয়েছে কি না, কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কি না—কিছুই দেখে না। এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। এই সম্প্রদায়কে সরাসরি ধরা ঠিক হবে না। এদেরকে যদি বলা হয়, কুরআন-হাদিস ছেড়ে দাও, আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে যাও; কাজ হবে না। এরা সেটা মানবে না। প্লানটি করতে হবে নিখুঁতভাবে। কাজ হবে তিন স্টেপে।

ফার্স্ট স্টেপ : কিছু লোককে হায়ার করতে হবে কুরআনের কথা বলার জন্য।

সেকেন্ড স্টেপ : কিছু লোককে এনকারেজ করতে হবে তাদের কথা শোনার জন্য।

থার্ড স্টেপ : শেষ থেকে শুরু করতে হবে।

শয়তান বলল, তুই কবে থেকে কুরআনের খাদিম হয়ে গেলি! হোয়াটস রং উইথ ইউ? আমাদের কাজ মানুষকে কুরআন থেকে দূরে সরানো, আর তুই বলছিস—কুরআন শোনানোর ব্যবস্থা করতে! তোর মাথা ঠিক আছে তো?

খান্নাস বলল, কথা শেষ করি, বস? আমার কথা শেষ হলে বুঝতে পারবেন আমি আসলে কী বলতে চাইছি।

শয়তান মাথা কাত করে সম্মতি জানাল। খান্নাস বলল, আমরা কুরআন বোঝানোর জন্য যাদেরকে হায়ার করব, তারা হবে আমাদের নিজের লোক। অর্থাৎ, আমরা আমাদের কিছু লোককে 'আহলে কুরআন' নাম দিয়ে মাঠে নামাব। মাঠ মানে, অনলাইনের মাঠে। এরা আবুল-তাবুল যাই বলবে, বলবে সেটা কুরআনের নাম নিয়ে। এরা কিন্তু একবারও বলবে না, 'কুরআন থেকে দূরে সরে যাও।' মানুষকে এরা কুরআনের দিকেই ডাকবে। তাতে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রভাব পড়বে। সাধারণ উচ্চশিক্ষিত কিছু লোকও তাতে ঢেকুর তুলবে। বকতে বকতে বক্তা হওয়া—সূত্রে তারাও গা ভাসাবে স্রোতের অনুকূলে। আমাদের এই পুতুলগুলোর একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে। আফটার অল, বলবে তো তারা কুরআনের (!) কথাই।

শয়তান বলল, তোর প্লানে দম আছেরে! গো এহেড!

খান্নাস বলল, থাংক ইউ, বস। এটা হবে আমাদের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড স্টেপ। তবে এগুলো আমরা পরে করব। শুরু করব তৃতীয়টি থেকে। আপনি তো জানেনই, একজন মুসলমান যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর সকল বিধিবিধান ফলো করতে চায়, তাহলে তাকে কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস—চারটাই

মানতে হবে। আমরা প্রথমে দুইটার বিরুদ্ধে কাজ করব। প্রথমে আমরা ইজমা ও কিয়াসের উপর ছুরি চালাব। আমরা বলব, আল্লাহর কুরআন, নবির হাদিস— দ্যাটস ফুল এন্ড ফাইনাল। নো ইজমা, নিদার কিয়াস। কিছু মানুষ যখন আমাদের এই ট্যাবলেট খেয়ে ফেলবে, মাঠ যখন কিছুটা তৈরি হয়ে যাবে, তখন আমরা শুরু করব মূল মিশনের কাজ। আমরা তখন ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড স্টেপ অ্যাপ্লাই করব। যার ট্যাগলাইন হবে, **নো হাদিস, অনলি কুরআন।**

শয়তান বলল, গুড আইডিয়া। তোর বুদ্ধিটা আমার মারাত্মক পছন্দ হইছে। আমি আমার এই মিশনের নাম দিলাম **মিশন খান্নাস।** মিশনকে আমি তোর নামে ডেডিকেট করলাম। দিজ মিশন ইজ ডেডিকেটেড টু ইউ।

খান্নাস বলল, শুকরিয়া বস। ইটস মাই প্লেজার।

শয়তান বলল, তবে একটা ব্যাপার। হাদিস, ইজমা, কিয়াস থেকে তো কুরআনে এনে জড়ো করলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত কুরআন থেকে দূরে সরাব কেমন করে?

খান্নাস বলল, বস, আপনি এ কথা বলছেন? আপনি? আর ইউ সিরিয়াস?

শয়তান একটু লজ্জা পেয়ে বলল, বুঝতে পেরেছি। বাকিগুলো থেকে কাট করে ফেলতে পারলে কুরআন থেকে আর কাট করার দরকারই লাগবে না। হাঁসগুলো পানিতেই থাকবে, কিন্তু শরীরে পানি লাগবে না! আমি বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ খান্নাস।

—ইউ ওয়েলকাম বস।

মিশন খান্নাস

আত্মরক্ষার ফরমুলা

ডাক্তার নাম রেখে দিলেই যেমন ডাক্তার হওয়া যায় না, মুফতি নাম রাখলেই যেমন মুফতি হয়ে যাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি আহলে কুরআন নাম রাখলেই আহলে কুরআন হওয়া যায় না। আহলে কুরআন মানে কুরআন বিশেষজ্ঞ। কুরআন বিশেষজ্ঞ মানে, যিনি কুরআন-হাদিসের একজন স্কলার।

আজকাল যারা আহলে কুরআন, মূলত তারা মুনকিরিনে কুরআন। আসলে তারা কুরআন অস্বীকারকারী। কুরআনের 'কাফ'ও বোঝে না। সন্দেহ থাকলে পরীক্ষা করে দেখুন। কয়েকটি কমন প্রশ্ন করুন। জবাবের জন্য জীবনভর অপেক্ষা করতে থাকুন আর ভাবতে থাকুন। হিসাবটা মিলিয়ে দেখতে থাকুন।

আমি একটি খসড়া তৈরি করে দিচ্ছি।

মাত্র ৫টি প্রশ্ন করুন তাকে। তিনটি পারলে পাশ।

১. কুরআন মানে বার বার পাঠ করা। কুরআন মানে অধিক পঠিত। যেকোনো অধিক পঠিত কিতাবকে কি কুরআন বলা যাবে? না হলে কেন নয়?

২. কুরআন নাজিল হয়েছে নবিজির উপর। লিখিত আকারে মলাটবন্দি হয়েছে আবু বকরের যুগে। কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন—সব আয়াতই লিখিত কুরআনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে?

৩. আপনার সামনে কুরআনের যে কপিটি আছে, হার্ড অথবা সফট কপি, আল্লাহপাকের কাছ থেকে নবিজির কাছে হুবহু এই কুরআনই নাজিল হয়েছিল, আপনার কাছে প্রমাণ কী?

৪. মানুষের মুখনিঃসৃত আওয়াজকে 'কথা' বলা হয়। হাদিস মানে তো নবির কথা। কুরআনও তো তা-ই। নবি তাঁর জবান মুবারক দিয়ে উচ্চারণ করেছেন আর বলেছেন 'কথাগুলো আল্লাহর'। আপনি যেহেতু হাদিস; মানে নবির কথায়